জগজিত সিং লায়ালপুরী (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং অন্যান্যদের এর মাধ্যমে।

বনাম

এম/এস ইউনিটপ অ্যাপার্টমেন্টস অ্যান্ড বিল্ডার্স লিমিটেড

(২০১৬ সালের দেওয়ানি আপিল নং: ৬৯২)

০৩ ডিসেম্বর, ২০১৯

[আর. বানুমথি, এ. এস. বোপান্না এবং হৃষিকেশ রয়, বিচারপতিগণ]।

সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬

উপধারা ১৯ এবং ৩৪ (২)-আপিলকারী এবং উত্তরদাতা-কোম্পানির মধ্যে চুক্তি-আবেদনকারীদের মালিকানাধীন জমিতে আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য যৌথ উদ্যোগের জন্য-চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোম্পানি দ্বারা নির্মাণ সম্পন্ন হয়নি-পক্ষগুলির মধ্যে সমঝোতা-কোম্পানির নতুন ব্যবস্থাপনা আপিলকারীদের নির্মাণ ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংস করা থেকে বিরত রাখার জন্য আইনের ৯ নং ধারায় আবেদন দায়ের করেছে-কোম্পানি সালিসকারী নিয়োগও চেয়েছিল-সালিসকারী তার পুরষ্কারের মাধ্যমে দাবি প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি পক্ষগুলির পাল্টা দাবিও প্রত্যাখ্যান করেছিল-আপিলের মাধ্যমে পুরষ্কারটি নিশ্চিত করা হয়েছিল। আপিলের অধীনে ৩৭ ধারায় রায়টি নিশ্চিত করা হয়েছে - হাইকোর্ট মামলাটি সালিশকারীর কাছে ফেরত পাঠায় এই কারণে যে, পক্ষগুলিকে প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য যথাযথ সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং সালিশকারী জমিতে নির্মাণের পরিমাণ এবং তার উপর ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কে প্রশ্নটি বিবেচনা করেননি - সুপ্রিম কোর্টে আপিল -স্থির হয়েছেঃ যখন সালিসী রায়ের বিরুদ্ধে বিরোধপদ্ধতিগত অনিয়মের কারণে হয়, তখন এটি ৩৪(২)(ক)(iii) - ধারা ১৯ অনুসারে, সালিসকারী কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতির নিয়মগুলি নমনীয় এবং পক্ষগুলির দ্বারা সম্মতিক্রমে হতে পারে - বর্তমান ক্ষেত্রে, কার্যধারার জন্য পদ্ধতি পক্ষগুলির দ্বারা সম্মতিক্রমে করা হয়েছিল এবং কোনও আপত্তি উত্থাপিত হয়নি - রায় থেকে স্পষ্ট যে সালিসকারী - নির্মাণের পরিমাণ এবং ব্যয়ের পরিমাণের প্রশ্নে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন - রায়ের বিরুদ্ধে বিরোধ ধারা ৩৪-এর কোনও ধারার আওতায় পড়ে না - তবে, মামলার বিশেষ তথ্য অনুসারে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে, সংবিধানের ধারা ১৪২ অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, জমির মালিককে টাকা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোম্পানিকে ৪৫ লক্ষ টাকা প্রদান করলে তারা সংশ্লিষ্ট জমির দখল গ্রহণের অধিকারী হবে।

আপিল নিষ্পত্তি করে আদালত

স্থির করেছে: ১.১ যখন উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি এবং সুযোগের অভাব রয়েছে এই ভিত্তিতে কোনও বিরোধউত্থাপিত হয়, তখন এটি সর্বোত্তমভাবে সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৩৪ (২) (ক) (৩)-এর অধীনে পড়ে। [অনুচ্ছেদ ১২] [৪৪৩-বি-সি]

১.২. ১৯৯৬ সালের আইনের ১৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সালিসী ট্রাইব্যুনাল দেওয়ানি কার্যবিধি বা সাক্ষ্য আইন দ্বারা আবদ্ধ নয়। এছাড়াও, এতে বলা হয়েছে যে, সালিসী ট্রাইব্যুনাল যে পদ্ধতি অনুসরণ করবে তাতে পক্ষগুলি স্বাধীনভাবে একমত হতে পারে। সালিসী ট্রাইব্যুনাল যে পদ্ধতি অনুসরণ করবে তার নিয়মাবলী নমনীয় এবং ১৯৯৬ সালের আইনের ১৯ নং ধারার অধীনে পক্ষগুলি তাতে সম্মত হতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১২ ও ১১] [৪৪২-এফ; ৪৪৩-এইচ]

১.৩। বর্তমান মামলায় সালিসকারীর সামনে ১ (পরিশিষ্ট পি-১৫) তারিখের কার্যধারায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং নথিভুক্ত করা হয়েছে। ১ তারিখের কার্যধারা ছাড়াও যে বিষয়গুলির উপর যুক্তি দেওয়া হবে সেগুলিকেও বিবেচনার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং অর্ডার শীটে প্রণয়ন ও নথিভুক্ত করা হয়েছে। ১ তারিখের কার্যধারার পর্যালোচনার থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে, ১ নম্বর পক্ষের বিচারপতি দ্বারা উত্থাপিত উভয় যুক্তি এবং যা হাইকোর্টের একক বিচারক শেষ পর্যন্ত মামলাটি রিমান্ডে নেওয়ার জন্য গ্রহণ করেছিলেন, তা ন্যায়সঙ্গত হবে না। প্রথমত, পক্ষগুলি এবং তাদের বিচারপতির উপস্থিতিতে, এটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল যে তারা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দ্বারা হলফনামা দাখিল করা হয়েছে এমন কোনও সাক্ষীকে জেরা করতে চায় না এবং উপস্থিত সাক্ষীদের মধ্যে একজনকে জেরা না করে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং উপস্থিত পক্ষগুলি বা তাদের বিচারপতির পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ করা হয়নি। এটি সেই দৃষ্টিতে, প্রমাণটি ২৮.১১.২০০৯-এ বন্ধ হিসাবে নেওয়া হয়েছিল এবং বিবেচনার জন্য বিষয়গুলি একই দিনে যুক্তির জন্য নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে উক্ত পদ্ধতিতে সম্মতি দেওয়ার পরে, উত্তরদাতার পক্ষে অনুমোদন করা এবং সমর্থন করা উন্মুক্ত হবে না যাতে এই মুহূর্তে একটি ভিন্ন বিতর্ক উত্থাপন করা যায়। উক্ত পদ্ধতিটি গ্রহণ করার পরে, উত্তরদাতাকে একক বিচারকের সামনে এমন যুক্তি দেওয়া থেকে বিরত করা হয় যে সালিসকারী পক্ষগুলিকে সাক্ষীকে জেরা করার অনুমতি না দিয়ে নিজেকে ভুল আচরণ করেছিলেন এবং সালিসকারী তার চেয়ে বেশি ছিলেন

৭০ বছর বয়সী এবং হাঁটুর সমস্যায় ভুগছেন উত্তরদাতাকে বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য চাপ দিয়েছেন এবং প্রমাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১২ এবং ১৩] [৪৪৪-এ, ই-এইচ; ৪৪৫-এ-বি]

১.৪. যদিও উত্তরদাতার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁদের বিচারপতি এবং সেই দিনের কার্যধারা নথিকরার সময় ২৮.১১.২০০৯ তারিখের আদেশটি পাস করা হয়েছিল, তবে উক্ত আদেশটি প্রত্যাহার করার জন্য এবং সাক্ষ্য দেওয়ার বা পাল্টা পরীক্ষা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য সালিসকারীর কাছে কোনও আবেদন দায়ের করা হয়নি, এবং পুরস্কারটি পাস হওয়ার আগে অন্য কোনও কার্যধারা শুরু করার দ্বারা চ্যালেঞ্জও উত্থাপিত হয়নি। এটি কেবল পুরষ্কার পাস হওয়ার পরেই, এই ধরনের বিতর্ক একটি চিন্তাভাবনা হিসাবে উত্থাপিত হচ্ছে, যা এই জাতীয় ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় না। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৪৪৫-সি-ই]

১.৫। এ ছাড়া, ১৪.১২.১৯৯৬-এ যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং ১৯৯৯ সালের মার্চের পরে যে কাজ এগোয়নি, তা নিয়ে গুরুতর কোনও বিতর্ক ছিল না এবং সেই পরিস্থিতিতে, হলফনামার ভিত্তিতে, স্বীকৃত নথিগুলি সালিসকারী দ্বারা নোট করা হয়েছে যার কারণে কোনও ক্ষেত্রেই ক্রস-পরীক্ষা না করা উত্তরদাতাকে পক্ষপাতদুষ্ট করেনি। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৪৪৫-ই]

১.৬। তারিখের আদেশের মাধ্যমে যেহেতু বিবেচনার জন্য যে বিষয়গুলির উপর যুক্তিগুলি সমাধান করা হবে সেগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এবং কোনও আপত্তি উত্থাপন না করে সেই সমঝোতার ভিত্তিতে বিষয়টি এগিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তাই উত্তরদাতার দ্বারা উত্থাপিত এবং হাইকোর্টের একক বিচারক কর্তৃক গৃহীত অভিযোগ যে সালিসকারী পুরষ্কারে পৃথকভাবে প্রতিটি দাবির উত্তর দেননি, তাও গ্রহণ করা যায় না। পুরষ্কারের একটি পর্যালোচনার থেকে বোঝা যায় যে সালিসকারী ক্রমানুসারে সমস্ত দিকের দিকে ঝুঁকেছেন এবং যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয়েছিল তার উত্তরে তাঁর উপসংহার নথিকরেছেন। [অনুচ্ছেদ ১৫] [৪৪৬-বি-সি]

২.১। সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় পর্যালোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর যে, উত্তরদাতা এই লঙ্ঘন করেছেন, সালিসকারী সেই দাবি অনুযায়ী নির্মাণ কাজের জন্য যে পরিমাণ খরচ হয়েছে, সেই সম্পর্কিত যুক্তিতর্কের দিকেও ঝুঁকেছেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৪৪৬-ই-এফ]

২.।২ ২০০৭ সালে কোম্পানির পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারদের পরিবর্তনের বিষয়ে সালিসকারী লক্ষ্য করেছিলেন যে,

৩০.০৯.২০০৫-এ বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের বিরুদ্ধে এবং পূর্ববর্তী পরিচালক/শেয়ারহোল্ডারদের যাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল তাদের হলফনামা দাখিল করে পরীক্ষা করা হয়নি এবং যদিও তাদের সাক্ষী হিসাবে তলব করার জন্য ১ নম্বর তারিখের একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, তবুও তা চাপানো হয়নি এবং পক্ষগুলির সম্মতিতে ২ নম্বরে প্রমাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সালিসকারী নথিভুক্ত করেছেন যে তাদের মধ্যে কেউই কার্যধারায় সহায়তা করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসেননি। এমন পরিস্থিতিতে যখন সালিসকারীর সামনে দাবিদার হওয়া উত্তরদাতা পূর্ববর্তী পরিচালক/শেয়ারহোল্ডারদের হলফনামা প্রমাণ সুরক্ষিত করে যথাযথ পদ্ধতিতে বিষয়টি পরিচালনা করেননি, তখন তারা এই পর্যায়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না এবং যুক্তি দেখাতে পারবেন না যে সালিসকারী নিজেই ভুল আচরণ করেছেন। যে কোনও ক্ষেত্রে পুরস্কারের বিরোধ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার কোনও ধারার অধীনে পড়ে না। [অনুচ্ছেদ ১৭] [৪৪৭-ই-এইচ; ৪৪৮ এ]

২.৩। কিছু কলাম উত্থাপন করা ছাড়া, কোনও বড় নির্দেশ দেওয়া হয় না। সালিসকারীর দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, উত্তরদাতার দ্বারা দাবি করা ব্যয়ের ক্ষেত্রে, এই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। যদিও এই ধরনের কলাম উত্থাপিত হয়েছে, স্বীকারযোগ্য যে ১৯৯৯ সালের মার্চের পরেও নির্মাণ কাজ হয়নি এবং ইতিমধ্যে দুই দশক কেটে গেছে। লঙ্ঘন এবং বর্তমান লাইসে উত্তরদাতার ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে, তাদের পক্ষে কোনও পরম অধিকার থাকবে না কারণ গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সম্পত্তি উপভোগ করতে না পারায় আবেদনকারীদের যে অনিবার্য ক্ষতি হয়েছে তাও দৃষ্টি হারানো যায় না। সম্পত্তির মালিক আপিলকারীকে একটি নতুন চুক্তি করতে হবে এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি এই মুহূর্তে একই রকম নাও হতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে আপিলকারীকেও ধ্বংস প্রক্রিয়াটি নিজেরাই গ্রহণ করার জন্য কিছু লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে অথবা প্রকল্পটি গ্রহণকারী বিকল্প ডেভেলপারদের দ্বারা হ্রাস করা হবে। উপরন্তু, যে কোনও ক্ষেত্রে প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে না এবং যখন কোনও লঙ্ঘন করা হয়েছে-উত্তরদাতা সংস্থার পূর্বসূরি পরিচালক/শেয়ারহোল্ডারদের মাধ্যমে এবং যখন বর্তমান পরিচালক/শেয়ারহোল্ডাররা লঙ্ঘনের মধ্যে দৃশ্যে প্রবেশ করেছেন তখন তাদের সেই পরিমাণ পর্যন্ত ক্ষতি, যদি থাকে, বহন করতে হবে। অতএব, পক্ষগুলির প্রকৃত ক্ষতির উল্লেখ না করে, শেষ করার সময়

জগজিৎ সিং লায়লপুরী (মৃত) বনাম মেসার্স ইউনিটপ অ্যাপার্টমেন্টস অ্যান্ড বিল্ডার্স লিমিটেড ৪৩৭

পক্ষগুলির মধ্যে মামলা মোকদ্দমা, অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে, একক বিচারপতির আদেশ টেকসই না হওয়া সত্ত্বেও, ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আপিলকারীকে উত্তরদাতাকে ১ লক্ষ টাকা-(কেবল পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা) দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, যার পরে তারা বিষয় জমির দখল গ্রহণের অধিকারী হবে এবং আইন অনুসারে তা উপভোগ করতে এগিয়ে যাবে। [অনুচ্ছেদ ১৮] [৪৪৮-সি-এইচ]

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানিআপিল নং ৬৯২ ২০১৬ সালে।

২০১২ সালের এফ. এ. ও নং ৫৭০৪-এ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ৩১.০৭.২০১৫ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

শ্যাম দিওয়ান, সিনিয়র অ্যাড., অশোক কে. মহাজন, আপিলকারীদের পক্ষে

সিবো শঙ্কর মিশ্র, রঞ্জন সাহু, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা। আদালতের রায় প্রদান করেন এ. এস. বোপান্না, জে।

১। আবেদনকারীরা এই আদালতে ২০১২ সালের এফ. এ. ও নং ৫৭০৪ (ও. অ্যান্ড. এম)-এ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করছেন। উক্ত আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট বিষয়টি ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একমাত্র সালিসকারী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, বিচারপতি, কুলদ্বীপ সিং-এর কাছে হস্তান্তর করেছে, যাতে তিনি উভয় পক্ষকে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দেন এবং সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ দেন এবং তারপরে প্রতিটি দাবি ও পাল্টা দাবি যোগ্যতার ভিত্তিতে আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নেন। সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (সংক্ষেপে 'অ্যাক্ট ১৯৯৬')-এর ধারা ৩৭-এর অধীনে উত্তরদাতার দায়ের করা আবেদনে উক্ত আদেশটি পাস করা হয়। এখানে আপিলকারী যিনি উক্ত আপিলের উত্তরদাতা ছিলেন, তিনি এই আদালতের সামনে এই আদেশে ক্ষুব্ধ বলে দাবি করছেন।

২. ববর্তমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত তথ্য হল, এখানে আপিলকারীরা পাঞ্জাব রাজ্যের লুধিয়ানার তহসিল ও জেলা সুনেট গ্রামে অবস্থিত ১৪ কানাল এবং ৩ মারলা (৮৫৬০ বর্গ গজ) জমির যৌথ মালিক। বিবাদী কোম্পানিটি তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সম্পত্তি নির্মাণ এবং উন্নয়ন সম্পর্কে পারদর্শী বলে দাবি করে আপিলকারীদের কাছে আবেদন করে, যাতে তারা বিষয়ভিত্তিক জমিতে একটি আবাসিক-সহ-বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

তদনুসারে, ১৪.১২.১৯৯৬ তারিখের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং তাতে সম্মত অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে, লুধিয়ানা পৌর কর্পোরেশনের কাছ থেকে অনুমোদিত পরিকল্পনা প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে কমপক্ষে ছয় তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের কাজ শেষ করার জন্য উত্তরদাতা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রকল্পটি সম্পন্ন করার জন্য গ্যারান্টি হিসাবে আবেদনকারীর কাছে অর্থায়ন করতে হবে। সেই দৃষ্টিতে, তিন বছরের মধ্যে ভবনটি সম্পন্ন না হলে আবেদনকারীদের সেটি ধরে রাখতে হবে বলে আশা করা হয়েছিল। নির্মিত ভবন থেকে বিক্রির অর্থ আবেদনকারী এবং উত্তরদাতার মধ্যে ৪৮:৫২% অনুপাতে ভাগ করে নেওয়ার কথা ছিল।

৩। এই ধরনের চুক্তি অনুসারে, প্রত্যর্থী পুরনিগমের কাছ থেকে বিল্ডিং পরিকল্পনার অনুমোদন পেয়েছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী সেই সময় থেকে তিন বছরের সময়সীমা গণনা করা উচিত ছিল, অতএব নির্মাণ কাজ শেষ হওয়া উচিত ছিল। আবেদনকারীর মতে, যদিও ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল, তবে কাজটি শুরু হয়েছিল এবং তারপর প্রকল্পটি তাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল। যেহেতু নির্মাণ কাজটি ৩১.০৩.১৯৯৯ দ্বারা সম্পন্ন হয়নি এবং আবেদনকারী উক্ত সময়ের বাইরে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও আর কোনও অগ্রগতি হয়নি, তাই আবেদনকারীরা ০১.১১.২০০১ তারিখের একটি আইনি বিজ্ঞপ্তিজারি করেছিলেন এবং ১৪.১২.১৯৯৬ তারিখের চুক্তির সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। যদিও উত্তরদাতা ২৮.১১.২০০১ তারিখের উত্তর জারি করেছিলেন, তবে নির্মাণের অগ্রগতির জন্য তিনি আর এগিয়ে যাননি।

৪। আবেদনকারীরা আরও দাবি করেন যে, এই পরিস্থিতিতে আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা একটি সমঝোতা করেন এবং '২৬.১০.২০০৪' তারিখের একটি বাতিলকরণ চুক্তি কার্যকর করা হয় যার কারণে সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে প্রাপ্ত পরিমাণ থেকে '৪০,০০,০০০'-(মাত্র চল্লিশ লক্ষ টাকা) ফেরত দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও, যেহেতু ব্যবস্থাপনার গঠনে রক্ষাকবচ পরিবর্তন হয়েছিল, তাই উত্তরদাতা ১৯৯৬ সালের আইনের ৯ নং ধারার অধীনে আবেদনকারীদের নির্মাণটি ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংস করা থেকে বিরত রাখার জন্য আবেদন করেছিলেন যা উত্তরদাতারা উত্থাপন করেছিলেন। এর পরপরই '২৩.১১.২০০৪' তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তিজারি করা হয়েছিল যাতে মামলাটি সালিশের জন্য পাঠানোর জন্য সালিশ ধারা আহ্বান করা হয়। সালিশ মামলা নংঃ ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ নম্বর ধারার অধীনে ২০০৬ সালের ১২৪ নং ধারাটি ০৩.০৭.২০০৯ এবং জনাব বিচারপতি কুলদিপ-এ দায়ের করা হয়েছিল

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সিংকে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য একমাত্র সালিশকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

৫. সেই দৃষ্টিতে পক্ষগুলি বিজ্ঞ সালিসকারীর সামনে উপস্থিত হয় এবং তাদের নিজ নিজ দাবি, পাল্টা দাবি ও আপত্তি দাখিল করে। হলফনামা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের নথির মাধ্যমে প্রমাণও দাখিল করা হয়, যেখানে সংশ্লিষ্ট সালিসকারীর বক্তব্য শোনার পর বিদ্বান সালিসকারী ১৩.০১.২০১০ তারিখের রায় প্রদান করেন যার মাধ্যমে দাবি এবং পাল্টা দাবি উভয়ই খারিজ হয়ে যায়। এর দ্বারা ক্ষুব্ধ বলে দাবি করা উত্তরদাতা ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ নং ধারার অধীনে লুধিয়ানার অতিরিক্ত জেলা বিচারকের আদালতে একটি আবেদন দায়ের করেন, যা ৩ নং সালিস মামলায় ২৯.০১.২০১০ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা বিচারক ১৩.০৯.২০১২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনটি খারিজ করে রায়টি নিশ্চিত করেছেন। এটি সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে উত্তরদাতা এখানে ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৭ ধারার অধীনে হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছেন। হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সাক্ষীদের পরীক্ষা করে প্রমাণ দেওয়ার এবং সাক্ষীদের জেরা করার জন্য পক্ষগুলিকে যথাযথ সুযোগ দেওয়া হয়নি, যাদের হলফনামা দাখিল করা হয়েছিল। হাইকোর্টের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে যে, যে পরিমাণ পর্যন্ত নির্মাণ কাজটি করা হয়েছিল এবং এতে উত্তরদাতার দ্বারা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল সে সম্পর্কিত দিকটি বিবেচনা করা হয়নি এবং সেই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এই পর্যবেক্ষণটি ধরে রাখার পরে করা হয়েছিল, যদিও সময়টি চুক্তির সারমর্ম ছিল না, তবে দীর্ঘ বিলম্ব ন্যায়সঙ্গত হবে না। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এমনকি সেই পরিস্থিতিতেও অন্যান্য দিকগুলি বিবেচনার প্রয়োজন ছিল। সেই পটভূমিতে বিষয়টি নতুন করে বিবেচনার জন্য বিদ্বান, সালিসকারীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল।

৬। আপিলকারীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী জনাব শ্যাম দিওয়ান হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সময় আমাদের আপিলের কাগজপত্রের মাধ্যমে নিয়েছেন এবং তারিখের চুক্তি এবং পক্ষগুলিকে পরিচালনাকারী ধারাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে যখন কোনও বিরোধ পণ্ডিত সালিসকারীর কাছে পাঠানো হয়, তখন ১৯৯৬ সালের আইনের ১৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে সালিসকারী পদ্ধতির নিয়ম নির্ধারণ করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে ২৮.১১.২০০৯-এ অনুষ্ঠিত শুনানিতে বৈধ সালিসকারী কার্যধারা চলাকালীন প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত করেছেন এবং আদেশে তা নথিভুক্ত করেছেন। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে সালিশ কার্যধারায় একজন প্রবীণ আইনজীবী দ্বারা উত্তরদাতার প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল যেখানে এটি সম্মত হয়েছে যে পক্ষগুলি হলফনামার উপর নির্ভর করবে

এবং যে নথিগুলি দাখিল করা হয়েছিল এবং পাল্টা পরীক্ষার পদ্ধতিটি বিতরণ করা যেতে পারে। সেই প্রেক্ষাপটে বিচক্ষণ সালিসকারী উপসংহারে পৌঁছানোর সময় দাবির পটভূমিতে নথিকরা উপকরণগুলি এবং তার সমর্থনে দায়ের করা হলফনামাগুলি উল্লেখ করেছেন। অতএব, তিনি যুক্তি দেখান যে এই পর্যায়ে যে পদ্ধতিগত ত্রুটি করার চেষ্টা করা হয়েছে তা ন্যায়সঙ্গত নয়।

৭. শ্রী শ্যাম দিওয়ান আরও যুক্তি দেখান যে, যে কার্যধারায় ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত পরিমাণের মধ্যে বিবেচনা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত এবং সেই আলোকে অতিরিক্ত জেলা জজ যখন পুরস্কারটি পরীক্ষা করে নিশ্চিত করেছেন, তখন ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৭ ধারার অধীনে কোনও কার্যধারায় ল্যান্ড সিঙ্গেল টাজ দ্বারা বিবেচনা বাড়ানো উচিত ছিল না, যেখানে সুযোগও সীমিত। বাস্তব দিক থেকে এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, ১৪.১২.১৯৯৬ তারিখের চুক্তিতে সম্মত শর্তাবলী থাকা সত্ত্বেও, ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে পরিত্যক্ত হওয়ার পরেও লর্ড আরবিট্রেটরের সামনে কার্যধারা শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত নির্মাণে কোনও অগ্রগতি হয়নি। সেই পরিস্থিতিতে যখন বিদ্বান সালিসকারী এই দিকগুলি বিবেচনা করে এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন, তখন বিদ্বান একক বিচারক এই রায়ে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। সেই বিষয়ে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী আমাদেরকে এই রায়ে তুলে ধরেছেন যে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি বাতিলের বিষয়ে একমত হওয়া সহ সমস্ত দিক নিয়ে বিদ্বান সালিসকারী দ্বারা বিস্তারিত বিবেচনা করা হয়েছে। বিবাদের বিষয়ে অনুরোধ করা হয়েছে যে নির্মাণ সংক্রান্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ১,২২,০০,০০০/- (এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) যা উত্তরদাতা দ্বারা করা হয়েছিল বলে বলা হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে যখন বিতর্কটি সত্যের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বিদ্বান সালিসকারী দ্বারা একটি দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল, তখন বিদ্বান একক বিচারককে এই মন্তব্য করার ক্ষেত্রে প্রমাণিত করা হয়নি যে উক্ত দিকটি বিচক্ষণ সালিসকারী দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। অতএব এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে পুরষ্কারটি টেকসই হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ এবং বিদ্বান একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি বাতিল করা হবে।

৮. শ্রী শিব শঙ্কর মিশ্র, উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী ১, বিদ্বান একক বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত আদেশ বহাল রাখার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা যুক্তি দেখায় যে, উত্তরদাতা বিচৌলিত সালিসকারীর সামনে বারোটি দাবি উত্থাপন করেছিলেন এবং প্রতিটি দাবির আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। তাঁর ক্ষেত্রে, বিদ্বান সালিসকারী কেবল এই উপসংহারে দাবি প্রত্যাখ্যান করতে এগিয়ে গেছেন যে সময়ই চুক্তির সারমর্ম। যদিও

১৪.১২.১৯৯৬ তারিখের চুক্তিতে থাকা শর্তাবলী বিতর্কিত নয়, অভিযুক্ত বিচারপতি যুক্তি দেখান যে প্রকল্পটি শেষ না হওয়ার ফলে যে বিলম্ব হয়েছে তা কেবলমাত্র আবেদনকারীর জন্য দায়ী। আবেদনকারীরা সেই জমি সম্পর্কিত মালিকানা নথির সাথে ভাগ করেননি যার কারণে উত্তরদাতা বন্ধক তৈরি করে ব্যাংক থেকে তহবিল সংগ্রহের মতো অবস্থানে ছিলেন না। সুরক্ষার পরিমাণ ছাড়াও উত্তরদাতার ১,২২,০০,০০০/- টাকা (এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) পর্যন্ত লোকসান হয়েছে যা নির্মাণ ব্যয় হিসাবে রাখা হয়েছিল। বিদ্বান সালিসকারীর সামনে বিভিন্ন শিরোনামে নির্দিষ্ট দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। এই ধরনের যুক্তি ও দাবি উপস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও বিদ্বান সালিসকারী একই বিষয় বিবেচনা করেননি। সেই ক্ষেত্রে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে চুক্তির ১১ নং ধারা যা ব্যয় সম্পর্কিত বিধান দেয় তা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। বিদ্বান বিচারপতি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ নং ধারার অধীনে কার্যধারায় অতিরিক্ত জেলা বিচারকও বিষয়টির এই দিকগুলি নিয়ে কথা বলেননি। তবে, বিদ্বান একক বিচারক এই দিকগুলি বিবেচনা করে এবং অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেডের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের বিষয়টিও মাথায় রেখেছিলেন। এস. এ. ডব্লিউ পাইপস লিমিটেড ২০০৩ (৫) এস. সি. সি ৭০৫ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বর্তমান প্রকৃতির একটি রায় বহাল রাখা যাবে না এবং সেই অনুযায়ী পক্ষগুলিকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং একটি নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি মধ্যস্থতাকারীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে এমন পরিস্থিতিতে যখন উভয় পক্ষের সুযোগ থাকবে, তখন আপিলকারী এখানে কোনও অভিযোগ করতে পারবেন না। তাই তিনি দাবি করেছেন যে উপরের আপিলটি খারিজ করা হবে।

৯. উত্থাপিত যুক্তিতর্কের আলোকে আমরা আপিলের কাগজপত্রগুলি পর্যালোচনা করেছি এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি উল্লেখ করেছি। ১৪.১২.১৯৯৬ তারিখের চুক্তি এবং পক্ষগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এতে থাকা ধারাগুলি সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও গুরুতর বিরোধ নেই। এই বাস্তবতা যে, প্রকল্পটির বিলম্ব এবং অসম্পূর্ণতার জন্য আবেদনকারীকে দায়ী করার জন্য উত্তরদাতার পক্ষ থেকে একটি যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, মালিকানা নথি জমা না দেওয়ায় উত্তরদাতার ঋণ সংগ্রহ করা ব্যতীত কোনও অগ্রগতি হয়নি এবং প্রকল্পটি তিন বছরের মধ্যে বা তার পরেও শেষ হয়নি, যদিও বিল্ডিং পরিকল্পনাটি ০৪.০৭.১৯৯৭-এ অনুমোদিত হয়েছিল। সেই আলোকে আবেদনকারী ০১.১১.২০০১ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তিজারি করেছিলেন এবং চুক্তিটি বাতিল করেছিলেন, যার ফলে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। সেই পটভূমিতে

বিষয়টি শিক্ষিত সালিসকারীর সামনে রাখা হয়েছিল যিনি ছিলেন ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ ধারার অধীনে একটি কার্যধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। আপিলের কাগজপত্রের সংযুক্তি পি-১২-এ উপলব্ধ '৩০.০১.২০১০' তারিখের রায়টি পর্যালোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে বিষয়টির সমস্ত দিক সম্পর্কে বিদ্বান সালিসকারী বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছেন। সেই প্রেক্ষাপটে যখন ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার অধীনে আবেদনটি অর্জিত অতিরিক্ত জেলা বিচারকের কাছে দায়ের করা হয়েছিল, তখন বিদ্বান অতিরিক্ত জেলা বিচারক প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির সমস্ত দিক সম্পর্কেও পরামর্শ দিয়েছেন এবং যেহেতু ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার অধীনে বিবেচিত হস্তক্ষেপের কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি, তাই বিদ্বান অতিরিক্ত জেলা বিচারক তাঁর '১৩.০৯.২০১২' তারিখের আদেশের মাধ্যমে এই রায় বহাল রেখেছেন।

১০. সেই প্রেক্ষাপটে যখন বিজ্ঞ সালিসকারী এবং বিদ্বান অতিরিক্ত জেলা জজ একযোগে মতামত দিয়েছেন, তখন আমাদের জন্য এটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৭ ধারার অধীনে দায়ের করা আপিলের ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট একক বিচারক ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ (২) ধারার অধীনে উপলব্ধ সুযোগের বাইরে বিতর্কের গুণাগুণের সাথে যুক্ত হতে পারতেন কিনা যাতে রায়টি বাতিল করা যায় এবং বিষয়টি রিমান্ডে নেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে, ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ (২) ধারার পরিধি বিবেচনা করে, শিক্ষিত সালিসকারী কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিতে ফাঁকফোকর তুলে নিয়ে রায়কে আঘাত করার জন্য যে যুক্তিগুলি পেশ করা হয়েছিল, তা গ্রহণ করতে হবে কি না, তা পরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে এবং এই ধরনের ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে।

১১. যেহেতু বিদ্বান একক বিচারক বর্তমানে বিবাদী পক্ষের পক্ষ থেকে উত্থাপিত যুক্তি গ্রহণ করেছেন যে, বিদ্বান সালিসকারী যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা আইনের পরিপন্থী এবং সাক্ষীদের জেরা না করার কারণে এখানে বিবাদীকে পক্ষপাতদুষ্ট করেছে, তাই বিষয়টির এই দিকটি শুরুতে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ বিচারপতি যেমন সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, একটি সালিস ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অনুসরণ করা পদ্ধতির নিয়মগুলি নমনীয় এবং ১৯৯৬ সালের আইনের ১৯ ধারার অধীনে প্রদত্ত পক্ষগুলির দ্বারা সম্মত হতে পারে, যা এখানে নিম্নরূপ।

> ১৯। কার্যপদ্ধতির নিয়মাবলী নির্ধারণ-(১) সালিসী ট্রাইব্যুনাল দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫) অথবা ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ১) দ্বারা আবদ্ধ হবে না।
>
> (২) এই অংশের সাপেক্ষে, পক্ষগুলি সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক তার কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা পদ্ধতির বিষয়ে একমত হতে পারে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোন চুক্তিতে ব্যর্থ হলে সালিসী ট্রাইব্যুনাল, এই অংশ সাপেক্ষে, যথাযথ বলে বিবেচিত পদ্ধতিতে কার্যধারা পরিচালনা করতে পারবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে সালিসী ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতার মধ্যে কোনও প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা, প্রাসঙ্গিকতা, বস্তুগততা এবং ওজন নির্ধারণের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১২. অধিকন্তু, এই বিষয়টি মাথায় রেখে যে, রায়কে আঘাত করার জন্য এখানে প্রত্যর্থীর দ্বারা উচ্চ আদালতে উত্থাপিত যুক্তিটি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করা এবং সুযোগ অস্বীকার করার বিষয়ে উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ছিল এবং সেই দৃষ্টিতে প্রত্যর্থী বিদ্বান সালিসকারীর সামনে যথাযথভাবে মামলাটি উপস্থাপন করতে সক্ষম না হওয়ায় এর প্রভাব পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যখন সেই ভিত্তিতে কোনও বিরোধউত্থাপিত হয়, তখন আমাদের মতে এটি ৩৪ (২) (ক) (iii) ধারার অধীনে পড়ে যা নিম্নরূপ পড়ে।

৩৪। সালিসী রায় বাতিল করার আবেদন-(১) সালিসী রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন কেবল উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) অনুসারে এই ধরনের রায় বাতিল করার আবেদনের মাধ্যমে করা যেতে পারে।
(২) সালিসী রায় কেবল তখনই আদালত কর্তৃক বাতিল করা যেতে পারে যদি-
(ক) আবেদনকারী পক্ষ প্রমাণ দেয় যে-
(i) xxxxxxxxxxxxxxxx
(ii) xxxxxxxxxxxxxxx
(iii) আবেদনকারী পক্ষকে সালিসকারী নিয়োগ বা সালিসী কার্যক্রমের যথাযথ বিজ্ঞপ্তিদেওয়া হয়নি অথবা অন্যথায় তার মামলা উপস্থাপন করতে অক্ষম ছিল; অথবা"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

অতএব, আইনে উপলব্ধ ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জটি টেকসই কিনা তা বিবেচনা করার জন্য, শুরুতে এটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন যে বিদ্বান সালিসকারী পক্ষগুলিকে একতরফাভাবে সুযোগ অস্বীকার করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ত্রুটি করেছেন কিনা যাতে পুরস্কারটি অবৈধ করা যায় এবং ধারা ৩৪ এর অধীনে বা আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৩৭ এর অধীনে আপিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। এই বিষয়ে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ১৯-এ বলা হয়েছে যে সালিস ট্রাইব্যুনাল দেওয়ানি কার্যবিধি বা ভারতীয় সাক্ষ্য আইন দ্বারা আবদ্ধ নয়

সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুসরণ করা পদ্ধতি। এই ব্যাকড্রপে লক্ষ্য করা গেছে যে, হাতে থাকা মামলায়, লম্বিত সালিসকারীর সামনে ২৮.১১.২০০৯ (সংযুক্তি পি-১৫) তারিখের কার্যধারায়, অনুসরণ করা পদ্ধতিটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং নথিকরা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

"পক্ষগুলি এবং তাদের বিদ্বান বিচারপতির কথা শোনা হয়েছে। তারিখের কার্যধারার পরিপ্রেক্ষিতে পক্ষগুলির দ্বারা আরও যা কিছু আবেদন, নথি এবং সাক্ষীদের তালিকা দাখিল করা উচিত ছিল, তা করা হয়েছে। দাবিদার এবং উত্তরদাতাদের সাক্ষ্য আজ নথিকরা হবে। মিঃ রাম লাল, যাঁকে উত্তরদাতারা জেরা করতে চান, তিনি সালিসকারীর সামনে উপস্থিত রয়েছেন। পক্ষগুলির বিদ্বান বিচারপতি অবশ্য একমত হয়েছেন এবং আমার সামনে সম্মত হয়েছেন যে তারা কোনও সাক্ষীকে জেরা করতে চান না, যাদের হলফনামা দলগুলি দ্বারা দাখিল করা হয়েছে। উপস্থিত পক্ষ এবং পক্ষগুলির বিদ্বান বিচারপতির সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে, আমি প্রমাণ বন্ধ করছি। পক্ষগুলি ইতিমধ্যে দাখিল করা হলফনামা এবং নথি এবং অন্যান্য আবেদনের উপর নির্ভর করবে যা ইতিমধ্যে নথিতেরাখা হয়েছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৮.১১.২০০৯ তারিখের কার্যধারা ছাড়াও যে বিষয়গুলির উপর যুক্তিগুলি সম্বোধন করা হবে সেগুলিকেও বিষয় বা বিবেচনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং অর্ডার চেটে প্রণয়ন ও নথিকরা হয়েছে।

১৩। '২৮.১১.২০০৯ "তারিখের কার্যধারা পর্যালোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হবে যে, এখানে উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান বিচারপতির দ্বারা উত্থাপিত উভয় যুক্তি এবং বিষয়টিকে শেষ পর্যন্ত রিমান্ডে নেওয়ার জন্য বিদ্বান একক বিচারক কর্তৃক গৃহীত উভয় যুক্তিই ন্যায়সঙ্গত হবে না। প্রথমত, পক্ষগুলি এবং তাদের অনুমোদিত বিচারপতির উপস্থিতিতে এটি নথিভুক্ত করা হয়েছে যে তারা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দ্বারা হলফনামা দাখিল করা হয়েছে এমন কোনও সাক্ষীকে জেরা করতে চায় না এবং উপস্থিত সাক্ষীদের মধ্যে একজনকে জেরা না করে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং পক্ষ বা তাদের বিদ্বান বিচারপতির দ্বারা কোনও অভিযোগ করা হয়নি সত্যই উপস্থিত। এটি সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে প্রমাণটি ২৮.১১.২০০৯-এ বন্ধ হিসাবে নেওয়া হয়েছিল এবং বিবেচনার জন্য বিষয়গুলি একই দিনে যুক্তির জন্য নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে উক্ত পদ্ধতিতে সম্মতি দেওয়ার পরে, এখানে উত্তরদাতার পক্ষে অনুমোদন এবং প্রত্যাখ্যান করার জন্য উন্মুক্ত থাকবে না যাতে এই মুহূর্তে একটি ভিন্ন বিতর্ক উত্থাপন করা যায়।

উক্ত পদ্ধতিটি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, বিদ্বান একক বিচারপতির সামনে উত্তরদাতাকে এই ধরনের যুক্তি উত্থাপন করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে যে, সালিসকারী পক্ষগুলিকে সাক্ষীকে জেরা করার অনুমতি না দিয়ে নিজেকে ভুলভাবে পরিচালনা করেছেন এবং আরও বলেছেন যে, বিদ্বান সালিসকারী ৭০ বছরের বেশি বয়সী এবং হাঁটুর সমস্যায় ভুগছেন এবং বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য উত্তরদাতাকে চাপ দিয়েছেন এবং প্রমাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের জন্য এটি বরং কৌতূহলোদ্দীপক যে, এই ধরনের বিতর্ককে কেবল উত্থাপন করার অনুমতিই দেওয়া হয়নি, বরং বিদ্বান একক বিচারকও বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য গ্রহণ করেছেন, যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

১৪। আমরা এই কারণে মতামত দিচ্ছি যে সালিশ কার্যধারায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তা বিদ্বান সালিসকারীর সামনে কার্যধারা চলাকালীন ২৮.১১.২০০৯ তারিখের একটি পৃথক আদেশ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। তারপরে পুরষ্কারটি কেবল ১৩.০১.২০১০-এ পাস করা হয়েছিল। যদিও, উত্তরদাতার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাদের বিদ্বান আইনজীবী এবং সেই দিনের কার্যধারা নথিকরার সময় ২৮.১১.২০০৯ তারিখের আদেশটি পাস করা হয়েছিল, তবে উক্ত আদেশটি প্রত্যাহার করার জন্য এবং সাক্ষ্য দেওয়ার বা পাল্টা পরীক্ষা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিদ্বান সালিসকারীর কাছে কোনও আবেদন দায়ের করা হয়নি, এবং পুরষ্কার পাস হওয়ার আগে অন্য কোনও কার্যধারা শুরু করে কোনও বিরোধউত্থাপিত হয়নি। রায়টি পাস হওয়ার পরেই এই ধরনের বিতর্ক একটি চিন্তাভাবনা হিসাবে উত্থাপিত হয়, যা এই ধরনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় না। এ ছাড়া, '১৪.১২.১৯৯৬'-এর উপর যে চুক্তি করা হচ্ছে এবং ১৯৯৯ সালের মার্চের পরে যে কাজ এগোয়নি তা গুরুতরভাবে বিতর্কিত ছিল না এবং সেই পরিস্থিতিতে হলফনামার উপর ভিত্তি করে, স্বীকৃত নথিগুলি, বিদ্বান সালিসকারী দ্বারা নোট করা হয়েছে যার কারণে কোনও ক্ষেত্রে নন-ক্রস-পরীক্ষা এখানে উত্তরদাতাকে পক্ষপাতদুষ্ট করেনি। বিষয়টির একটি দিক নিঃসন্দেহে আবেদনকারীর দ্বারা যে দাবি করা হয়েছিল তার সাথে সম্পর্কিত ছিল যে '২৬.১০.২০০৪' তারিখের একটি বাতিলকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং ২ লক্ষ টাকার নিরাপত্তা আমানত করা হয়েছিল। শ্রী এস সুরিন্দর সিং-কে ৪০ লক্ষ টাকা এবং ২৩ লক্ষ টাকা অগ্রিম ফেরত দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে উত্তরদাতার দ্বিমত রয়েছে। সেই দিক থেকে বিচক্ষণ সালিসকারী যে কোনও ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই অর্থপ্রদানকে উত্তরদাতা কোম্পানিকে দেওয়া অর্থপ্রদান হিসাবে বিবেচনা করা যায় না, তবে শ্রী সুরিন্দর সিং-এর দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, যিনি নিজে লাভ করেছেন। এই ক্ষেত্রে যেহেতু উত্তরদাতা শ্রী সুরিন্দর সিং-এর হলফনামা দাখিল করেননি, তাই এটি দাবি করার বিষয়। শ্রী সুরিন্দর সিং এবং তাই, এই বিষয়ে অনাদায়ী তদন্তের ফলেও কোনও পক্ষপাতিত্ব দেখা দেয়নি।

খেয়াল করলে, সালিশ প্রক্রিয়ায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তাতে পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে। তাই যখন উপযুক্ত হবে তখন উত্তরদাতাকে অভিযোগ করতে শোনা যাবে না।

১৫. উপরন্তু, যেহেতু ১ নম্বর তারিখের আদেশের মাধ্যমেই বিবেচনার জন্য যে বিষয়গুলির উপর যুক্তিগুলি সমাধান করা হবে সেগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এবং কোনও আপত্তি ছাড়াই সেই সমঝোতার ভিত্তিতে বিষয়টি এগিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তাই উত্তরদাতার দ্বারা উত্থাপিত এবং বিদ্বান একক বিচারক কর্তৃক গৃহীত অভিযোগ যে বিদ্বান সালিসকারী পুরষ্কারে পৃথকভাবে প্রতিটি দাবির উত্তর দেননি, তাও গ্রহণ করা যাবে না। পুরষ্কারের একটি পর্যালোচনা ইঙ্গিত দেয় যে বিদ্বান সালিসকারী ক্রমানুসারে সমস্ত দিকের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয়েছিল তার উত্তরে তাঁর উপসংহারকে সমন্বিত করেছেন।

১৬। অপর একটি দিক, যা বিজ্ঞ একক বিচারপতির দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছে, যে কারণে বিষয়টির পুনর্বিচারের প্রয়োজন হয়, তা হল, উত্তরদাতার দ্বারা করা দাবি যে, তাঁদের দ্বারা ব্যয় করা ১,০০০ টাকা 'ওয়াই'-কে 'লার্ড আরবিট্রেটর' হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। সেই ক্ষেত্রে, 'ল্যামড সিঙ্গেল জজ' বলেছেন যে, যদিও সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে এখানে উত্তরদাতা প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়ার অধিকারী হবেন না, তবে ল্যামড আরবিট্রেটর বিদ্যমান নির্মাণের জন্য ব্যয় করা ব্যয়ের পরিমাণ এবং যে পদ্ধতিতে এটি মোকাবিলা করা হবে সে সম্পর্কে পক্ষগুলির অধিকার বিবেচনা করেননি। এই ক্ষেত্রে, বিদ্বান সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত রায় পর্যালোচনার মাধ্যমে বোঝা যাবে যে, উত্তরদাতা লঙ্ঘন করেছেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর, বিদ্বান সালিসকারী দাবি করা এবং প্রত্যাখ্যান করা নির্মাণের পরিমাণের জন্য ব্যয় সম্পর্কিত উক্ত যুক্তিটিও পুনর্বিবেচনা করেছেন।

> "আমি এই পর্যায়ে দাবিকারীর এই যুক্তি পরীক্ষা করতে পারি যে, প্রকল্পের জন্য প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের নির্মাণ করা হয়েছে। এই যুক্তির সমর্থনে দাবিদার প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য কোম্পানির ব্যালেন্সশিটের উপর নির্ভর করেছেন। ব্যালেন্সশিটটি দাবির বিবৃতির ১১৮-১২৬ পৃষ্ঠায় সংযুক্তি-কে। ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৯-এ শেষ হওয়া বছরের হিসাবের অংশ হিসাবে তৈরি সময়সূচীতে, ব্যালেন্সশিটে প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের জন্য প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে গ্যারান্টি অর্থ হিসাবে উত্তরদাতাদের (জমির মালিকদের) দেওয়া অগ্রিম হিসাবে ৪৪ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিজ্ঞাপন এবং প্রচারের মতো বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে ব্যয় দেখানো হয়েছে,

বেতন, বিনোদন, লোহা ও ইস্পাত, সিমেন্ট, জিসি শীট, স্ট্যান্ড, ইট, মার্বেল, ক্রাশার, বৈদ্যুতিক, জিআই পাইপ, গেট, পেশাদার খরচ, টেলিফোন খরচ, বিদ্যুৎ খরচ, শ্রম এবং নির্মাণ খরচ। টাকার পরিমাণ-কেনার শিরোনামে দেখানো হয়েছে। কী কেনা হয়েছিল তা অভিযুক্ত করা হয়নি। প্রকল্পটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আইটেম আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে তবে এই পরিমাণটি কী কেনা/কেনা হয়েছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ে দাবিদার থেকে কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মিঃ মহাজন মিঃ লেখির যুক্তির বিরোধিতা করার সময় বলেছেন যে স্থানীয় কমিশনারের প্রতিবেদনে সংযুক্তি-ডাব্লু স্পষ্ট করে দিয়েছে যে নির্মাণে যে পরিমাণ ব্যয় হতে পারে তা অনেক কম ছিল। যাইহোক, নির্মাণের জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছিল তা দেখানোর জন্য নথিতেকোনও বিশেষজ্ঞ প্রমাণ নেই। দাবিদার সংস্থাটি ফ্ল্যাট এবং অফিস নির্মাণের জন্য অগ্রিম হিসাবে কিছু অর্থ পেয়েছিল। এটি প্রমাণ যে সংস্থাটি এই বিষয়ে ২৩ লক্ষ টাকা পেয়েছিল। ১৯৯৯ সালের ৩১ মার্চ ১২১ পৃষ্ঠায় ব্যালেন্স শিটে দেখা যায় যে সংস্থাটি ফ্ল্যাট এবং অফিসগুলির বিরুদ্ধে অগ্রিম হিসাবে ১ কোটি টাকা পেয়েছিল। নথিতেনির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাবে, দাবিদার পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার যুক্তি গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

১৭. সেই পরিস্থিতিতে যখন বিদ্বান সালিসকারী যুক্তিটি লক্ষ্য করেছেন এবং সত্যের একটি অনুসন্ধান নথিভুক্ত করেছেন তখন এটি মেনে নেওয়া যায় না যে বিচক্ষণ সালিসকারী পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হওয়ার জন্য এটিকে পরিবর্তন করেননি। বিজ্ঞ সালিসকারীর কাছে ন্যায়সঙ্গত হওয়ার জন্য, প্রকৃতপক্ষে ২০০৭ সালে কোম্পানির পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারদের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানী সালিসকারী দ্বারা এটি লক্ষ্য করা গেছে যে ৩০.০৯.২০০৫ হিসাবে বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের বিরুদ্ধে এবং এছাড়াও যে পূর্ববর্তী পরিচালক/শেয়ারহোল্ডারদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল তাদের হলফনামা দাখিল করে পরীক্ষা করা হয়নি এবং যদিও তাদের সাক্ষী হিসাবে তলব করার জন্য ১২.০৯.২০০৯ তারিখের আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, তবে তা চাপানো হয়নি এবং পক্ষগুলির সম্মতিতে ২৮.১১.২০০৯-এ প্রমাণ বন্ধ করা হয়েছিল। জ্ঞানী সালিসকারী আসলে নথিকরেছেন যে তাদের মধ্যে কেউই কার্যধারায় সহায়তা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেননি। এমন পরিস্থিতিতে যখন এখানকার উত্তরদাতা, যিনি স্বয়ং বিদ্বান সালিসকারীর সামনে দাবিদার ছিলেন, পূর্ববর্তী পরিচালক/শেয়ারহোল্ডারদের হলফনামা প্রমাণ সুরক্ষিত করে যথাযথ পদ্ধতিতে বিষয়টি পরিচালনা করেননি, তখন তারা এই পর্যায়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না এবং যুক্তি দিতে পারবেন না যে বিদ্বান সালিসকারী নিজেকে ভুলভাবে পরিচালনা করেছেন।

পুরস্কারের প্রতি বিরোধএই ধারার কোনও ধারার অধীনে পড়ে না। ৪ নং আইন, ১৯৯৬। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ওএনজিসি (উপরে উল্লিখিত)-র ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্তের উপর বিদ্বান একক বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত নির্ভরতা অত্যন্ত ভুল। অতএব, বিদ্বান একক বিচারকদের দ্বারা প্রদত্ত ৩১.০৭.২০১৫ তারিখের আদেশটি টেকসই নয় এবং এটি বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ।

১৮. শুনানি চলাকালীন আমরা একটি প্রচেষ্টাও করেছিলাম যাতে পক্ষগুলি এখানে উত্তরদাতাকে ব্যয় করা অংশের জন্য কিছু পরিমাণ গ্রহণ করতে সক্ষম করে, বিলম্বের কারণে আবেদনকারীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা উপেক্ষা না করে বিষয়টি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করে। আমাদের সামনে উপস্থাপিত ফটোগুলি থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে কিছু কলাম উত্থাপন করা ছাড়া কোনও বড় নির্মাণ নেই যা স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং, উত্তরদাতার দ্বারা দাবি করা ব্যয় হিসাবে, যেমন উপরে উদ্ধৃত সালিসকারী দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, সেই প্রভাবের কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। যদিও এই ধরনের কলাম উত্থাপিত হয়েছে, স্বীকারযোগ্যভাবে নির্মাণ কার্যক্রম মার্চ, ১৯৯৯ এর পরে ঘটেনি এবং ইতিমধ্যে দুই দশক কেটে গেছে। লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বর্তমান আইনে উত্তরদাতা ব্যর্থ হলে তাদের পক্ষে কোনও পরম অধিকার থাকবে না কারণ গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সম্পত্তি উপভোগ করতে না পারায় আপিলকারীদের যে অনিবার্য ক্ষতি হয়েছে তাও দৃষ্টি হারানো যাবে না। এখানে সম্পত্তির মালিক আপিলকারীকে একটি নতুন চুক্তি করতে হবে এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি এই মুহূর্তে একই নাও হতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে আপিলকারীকেও ধ্বংস প্রক্রিয়াটি নিজেরাই গ্রহণ করতে কিছুটা লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে অথবা প্রকল্পটি গ্রহণকারী বিকল্প ডেভেলপারদের দ্বারা হ্রাস করা হবে। উপরন্তু, কোনও ক্ষেত্রেই প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না এবং যখন উত্তরদাতা সংস্থার পূর্ববর্তী পরিচালক/শেয়ারহোল্ডারদের মাধ্যমে কোনও লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং যখন বর্তমান পরিচালক/শেয়ারহোল্ডাররা লঙ্ঘনের মাঝখানে দৃশ্যটি ছড়িয়ে দিয়েছেন তখন তাদের সেই পরিমাণ পর্যন্ত ক্ষতি, যদি থাকে, বহন করতে হবে। অতএব, পক্ষগুলির প্রকৃত ক্ষতির উল্লেখ না করে, অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে পক্ষগুলির মধ্যে মামলা মোকদ্দমার অবসান ঘটানোর সময়, এই সত্য সত্ত্বেও যে আমরা ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঝুঁকে থাকা একক আদেশকে টেকসই নয় বলে ধরে রেখেছি, আবেদনকারীকে উত্তরদাতাকে ১ লক্ষ টাকা (কেবল পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা) দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যার পরে তারা বিষয় জমির দখল গ্রহণের অধিকারী হবে এবং আইন অনুসারে তা উপভোগ করতে এগিয়ে যাবে।

১৯। ফলস্বরূপ, নিম্নোক্ত আদেশের মাধ্যমে আপিল নিষ্পত্তি করা হয়ঃ

(i) ২০১২ সালের এফ. এ. ও নং ৫৭০৪ (ও. অ্যান্ড. এম)-এ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ৩১.০৭.২০১৫ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, অনুমোদিত সালিসকারী কর্তৃক প্রদত্ত ১৩.০১.২০১০ তারিখের রায়টি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

(ii) আবেদনকারীকে তিন মাসের মধ্যে সমস্ত দাবি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেওয়ার জন্য ১ লক্ষ টাকা-(মাত্র পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা) অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(iii) অবিলম্বে উক্ত অর্থ পরিশোধের পর আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট জমির যে অবস্থা বিদ্যমান, সেই স্থিতিতে পুনরায় দখল করার অধিকারী হবেন এবং আইন অনুযায়ী তা ভোগ করবেন।

(iv) পক্ষগুলি তাদের নিজস্ব খরচ বহন করবে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি।

আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar